উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ।

চট্টগ্রামে এনবিআর-ইআরএফ রাজস্ব যাত্রায় এনবিআর চেয়ারম্যান

রাজস্ব আহরণের কাজে হুমকি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবেঃ চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুল্কায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে

দেশের সর্বক্ষেত্রে একটি রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার চলমান প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি মাসকে 'পার্টনারশীপ' বা অংশীদারিত্ব মাস ঘোষণা করেছে এনবিআর। এ মাসে সকল অংশীজনের সাথে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক আরো শক্তিশালী ও বেগবান করা হচ্ছে। গণমাধ্যম এনবিআরের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। এনবিআর-গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় নেয়া হচ্ছে নানামুখী পদক্ষেপ। পার্টনারশীপ মাসে অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার অংশ হিসেবে আজ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে এনবিআর-ইআরএফ রাজস্ব যাত্রার অংশগ্রহণ উপলক্ষে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মো. নজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত সদস্য (শুল্কনীতি) ফরিদ উদ্দিন, সদস্য (করনীতি) জনাব পারভেজ ইকবাল, সদস্য (কর লিগ্যাল অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) জনাব ড. মাহবুবুর রহমান, সদস্য (শুল্ক নিরীক্ষা ও আধুনিকায়ন) জনাব ফিরোজ শাহ আলম, সিআইসি'র মহাপরিচালক জনাব বেলাল উদ্দিন, ইআরএফ সভাপতি জনাব সাইফ ইসলাম দিলাল, সাধারণ সম্পাদক জনাব জিয়াউর রহমানসহ ইআরএফ এর প্রতিনিধিগণ, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের কমিশনার জনাব এ এফ এম আবদুল্লাহ খান, চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিভাগের কমিশনারবৃন্দ, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ।

চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের পদ্ধতিগত উন্নয়ন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মো. নজিবুর রহমান বলেন, 'চট্টগ্রাম কাস্টমসকে একটি উন্নত ও আধুনিক মানের ব্যবসা সহায়তার কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চাই। সেজন্য সকল স্টেকহোল্ডার ও অংশীজনদের সহযোগিতা চাই। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সহায়তার জন্য চট্টগ্রাম কাস্টমস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে কোন ধরণের গড়িমসি, ব্যতয়, আপোষ চলবে না। বাণিজ্য সহায়তার সাথে সাথে বাণিজ্য নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

বাণিজ্য ও রাজস্ব নিরাপত্তায় কাস্টমস হাউজ এবং শুল্ক গোয়েন্দা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পাশাপাশি সরকারের সকল সংস্থা কাস্টমসের ওপর নজর রাখছে। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির জন্য কাস্টমস হাউজের নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা কাস্টমস হাউজের কর্মকর্তাদের জন্য হুমকি সৃষ্টি, নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও কর্মকর্তাদের নাজেহাল করার চেষ্টা করছেন তাদের খেসারত দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন চেয়ারম্যান।'

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার হুঁমকির বিষয়ে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কাজ নিয়ম মেনে ধীরে সুস্থে চলে। তবে এর গভীরতা থাকে অনেক বেশি। আমরা সমস্যার মূল উৎপাটন করতে চাই। যারা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তাদের

বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।' জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগ ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহায়তায় আমরা বিপুল পরিমাণ জনবল নিয়োগ দিচ্ছি। যার ফলে জনবলের সমস্যা দ্রুত কেটে যাবে। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে বেশ কিছু সৎ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা পদায়ন করা হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'রাজস্ব নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য যারা হুমকি তৈরি করবেন তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হুমকিদাতা হিসেবে গণ্য হবেন। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে খুব শিগগিরই একটি নিরাপত্তা সম্মেলন করা হবে সেখানে সকল স্টেকহোল্ডার ও আইনশৃংখলার সাথে জড়িতদের আহ্বান জানানো হবে। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুল্কায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।'

চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে ফালতু চিরতরে বিদায় নিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'ফালতুরা আর ফেরত আসতে পারবে না। ফালতু নিধনে আমরা শক্ত ম্যাসেজ দিয়েছিলাম যে যারা এ পথে আসবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। 'জিরো টলারেন্স নীতির' আওতায় এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে নিলাম ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ম্যাসেজ বিভিন্ন দপ্তরে চলে গেছে যে, জিনিসপত্র এনে বিনা পয়সায় কাস্টমস হাউজ আর ব্যবহার করা যাবে না। এ ম্যাসেজের ফলে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের জিনিসপত্র দ্রুত খালাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদ্ভাবনমূলক কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নিজের চিন্তা, মেধা ও মনন দিয়ে কাজ করতে হবে।'

মতবিনিময় সভায় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর কমিশনার তার দপ্তরের কার্যক্রম, সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। পরে চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব বৃদ্ধি, উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং সেবাগ্রহীতাদের মানসম্মত সেবা প্রদান বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সভা শেষে তাঁরা কাস্টম হাউসের এসেসমেন্ট হল, জেটি পরীক্ষণ, স্ক্যানিংসহ বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করেন।

বিকাল ৩.০০ টায় চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ অডিটোরিয়ামে 'রাজস্ব সংলাপ' অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়র জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন। চট্টগ্রাম-১১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এমএ লতিফ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়াল এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি জনাব খলিলুর রহমান, চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি জনাবা কামরুন মালেক, স্থানীয় প্রশাসন এর কর্মকর্তাবৃন্দ, চেম্বার ও এসোসিয়েশন এর নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সংলাপে স্টেক হোল্ডারগণ কাস্টম হাউস এর সাম্প্রতিক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ ও উন্নততর সেবার প্রশংসা করেন। এছাড়া, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং তা সমাধানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। প্রধান অতিথি দেশের অর্থনীতিতে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর ভূমিকার কথা স্মরণ করে আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে রাজস্ব আহরণ ও সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

২৩/০২/১৯

(সৈয়দ এ মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ

বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।